Released: 12-3-38
হাল বাংলা

বি, এল, খেমকার

অবদান

মেট্রোপলিটন পিকচার্সের

হাল-বাঙলা

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার ১২ই মার্চ্চ

সংগঠনকারীগণ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী পরিচালক

হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বটকৃষ্ণ দালাল

আবহ সঙ্গীত

ধীরেন দাস

সঙ্গীত রচনা

রবীন্দ্রনাথ

সজনীকান্ত দাস

ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আলোক চিত্রশিল্পী

দ্রোণাচার্য্য

শব্দানুলেখন

জে, ডি, ইরানী

চিত্র সম্পাদনা

রবীন্দ্রনাথ দে

স্থির চিত্রশিল্পী

দুলাল দাস

ব্যবস্থাপক

গণপৎ চৌধুরী

দৃশ্য সজ্জাকর

বটকৃষ্ণ সেন

রূপ সজ্জাকর

সেক্ ইদু

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

ষ্টুডিও-এ

ইউ, এন, গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে

গৃহীত

পরিচয়লিপি

শেফালী	...	ছায়া দেবী
যুথিকা	...	চন্দ্রিকা দেবী
শেফালীর মা	...	মনোরমা
ভূপেনের স্ত্রী	...	পদ্মাবতী
গোপালের বৌদি		পূরবী বসু
যুথিকার বন্ধু	...	বীণা বসু
নন্দলাল	...	মহাদেব পাল
ভূপেন	...	ডি, জি
মিঃ ব্যানার্জ্জী	...	প্রভাত সিংহ
ভবতারণ	...	ফণী রায়
বাঙাল জমিদার	...	তুলসী লাহিড়ী
কুমুদিনী বসাক	...	ধীরেন পাত্র
গোপাল	...	মৃণাল ঘোষ
জ্যোতিষী	...	সত্য মুখোপাধ্যায়
সুকুমার	...	রঞ্জিত রায়
তেল বিক্রেতা	...	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্‌সিওরেন্স দালাল		সন্তোষ সিংহ
নিমবাবু	...	প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়
ভিক্ষুক	...	গোপাল সেনগুপ্ত
		(অন্ধগায়ক)
গাড়োয়ান	...	গিরিন, চক্রবর্ত্তী
জনৈক মাড়োয়াড়ী		ললিত মিত্র

অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে
কমলা মুখোপাধ্যায়,
নবদ্বীপ হালদার, জীবেন বসু,
অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়,
মিহিরলাল মুখোপাধ্যায়,
প্রভৃতি

গল্পাংশ

কলেজ functionএ অভিনয় হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন'। আমাদের নায়ক নন্দলাল সেজেছিল 'জয়সিংহ' এবং নায়িকা শেফালী সেজেছিল 'অপর্ণা'। মদনদেবের ফুলশরে বিদ্ধ হ'ল নন্দলাল। নাটকের নায়িকা তার হৃদয়ে নিল স্থান। এমনি করে হল তাদের প্রথম পরিচয়।

শেফালী হচ্ছে মিঃ ব্যানার্জ্জীর ভাগ্নী। কলেজে-পড়া হাল-বাঙলার হাল-ফ্যাসান দুরস্ত মেয়ে। নাচে ও গানে তার মত চৌখোস মেয়ে বাঙলাদেশে দুর্লভ। তা ছাড়া রূপের দীপ্তিতে সে যেন অগ্নিশিখা।

মিঃ ব্যানার্জ্জী কথাবার্ত্তায় ও চালচলনে ছিলেন প্রায় পুরোদস্তুর একটি সাহেব। অর্থ তাঁর সত্যই অনেক ছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের চিত্র-কাহিনীর প্রারম্ভে কিছুই জানা যায় নি কিন্তু অর্থবান বলে প্রতিপত্তি লাভ করবার মত বাহ্যিক আড়ম্বরের তাঁর কোথাও বিশেষ কোনো ত্রুটি ছিল না। মিঃ ব্যানার্জ্জীকে একটি চমৎকার 'স্পেকুলেটিভ ব্রেণ' বললেও বলতে পারা যায় কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধারণ করলে আপনারা মিঃ ব্যানার্জ্জীর বিস্তৃত পরিচয় জানতে পারবেন। তাঁর একটি প্রধান মুদ্রাদোষ ছিল 'awful' বলে একটি ইংরাজী কথা বলা।

এমনিতর একটি মামার ভাগ্নী, আমাদের নায়িকা শেফালীর সঙ্গে

আমাদের নায়ক নন্দলালের যখন দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হ'ল তখন সে কোন একটি রাজপথে বীরত্ব দেখাবার অবকাশ পেয়েছে অর্থাৎ শেফালীও নন্দলালের বীরত্বে অভিভূত হয়ে সেদিন আবিষ্কার করে ফেলল যে নন্দলালই তার কুমারী হৃদয়ের প্রণয়-ঈপ্সিত।

এরপর নূতন প্রণয়-স্বপ্নচারী দু'টি তরুণ-তরুণী হৃদয়-বিনিময়ের আনন্দে

হ'য়ে উঠল উন্মত্ত। কিন্তু কথায় বলে' প্রেমের পথ সাধারণতঃ নিষ্কণ্টক হয় না।

শেফালীর বাঙলা গানের মাষ্টার রেডিও-র বিখ্যাত গায়ক গোপাল এদিকে শেফালীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় বিশেষ সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু শেফালীর কাছে সে পেত না কোন প্রশ্রয়।

গোপাল ছিল একটি অদ্ভুত চরিত্রের লোক। বাড়ীতে তার ঘরে টাঙানো ছিল অনেকগুলি বাঙালী সিনেমা-অভিনেত্রীর ছবি—তাদের সঙ্গে নিভৃতে সে একা একা প্রীতি-আলাপে যোগ দিত।

নন্দলাল ইতিমধ্যে তার মানসীর আরও নিকটে এসেছে অর্থাৎ সে বাসা পরিবর্ত্তন করে উঠে এসেছে শেফালীদের বাড়ীর সামনে একটি মেসে। কিন্তু শেফালীর মামা মিঃ ব্যানার্জ্জী দরিদ্র নন্দলালের সঙ্গে তাঁর ভাগ্নীর

বিবাহ দিতে একেবারেই রাজী ন'ন। দরিদ্রদের তিনি ঘৃণা করেন তা ছাড়া শেফালীর পিতৃ-সম্পত্তি যা', তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল তা তিনি তাঁর সাহেবিয়ানার জাঁক-জমক এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক পরিমাণ অপব্যয় করে ফেলেছিলেন। সুতরাং বড়লোকের বাড়ীতে শেফালীর বিয়ে দিয়ে তিনি সেই ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টায় ছিলেন। সুতরাং দরিদ্র নন্দলালের আশা সেখানে দুরাশা মাত্র।

নন্দলাল শেফালীকেও এ বিষয়ে ভুল বুঝে হঠাৎ নিরুদিষ্ট হ'ল। অবশ্য শেফালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে যাওয়ার তার আরও অনেকগুলি কারণ ছিল।

প্রথম কারণ হচ্ছে গোপাল মাষ্টারের কারসাজি। তার ছাত্রীর সঙ্গে নন্দলালের হৃদয়গত সম্বন্ধটা তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বলে সে মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাছে নন্দলাল সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যায় মেশানো এমন কতকগুলি সংবাদ দিয়েছিল যার ফলে মিঃ ব্যানার্জ্জী তাঁর ফটকের দারোয়ানকে বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যে নন্দলাল যেন ভবিষ্যতে এ বাড়ীতে প্রবেশাধিকার না পায়।

এদিকে নন্দলাল ছুটল তার জনৈক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটির নাম ভূপেন। ভূপেন রেস খেলে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে, এদিকে পাওনাদারের তাগাদার ভয়ে তাকে আত্মগোপন করে বেড়াতে হয়, স্ত্রীর গহনা প্রতি শনিবারে একখানি একখানি করে বন্ধক পড়ে, কাবুলিও'লা সুদের টাকার

জন্যে রাস্তায় ঘাটে করে অপমান। এমনি একটি বন্ধুর আখড়ায় নন্দলাল 'বড়লোক' হওয়ার দুরাশায় এসে ভর্ত্তি হল। বড়লোক হওয়া দূরের কথা নন্দলাল দিন দিন অধঃপতনের নিম্নস্তরে গিয়ে পৌছতে লাগল।

নন্দলালের অকস্মাৎ নিরুদিষ্ট হওয়ার সঠিক বিবরণ শেফালীর কিছুই জানা ছিল না। নন্দলালের ওপর তার হয়েছে প্রচণ্ড অভিমান। নন্দলালকে বাদ দিয়ে তার বাড়ীতে সে একটি জলসার আয়োজন করেছে। সেদিন শেফালী তার প্রতি তার গানের মাষ্টার গোপালের মনোভাব জানতে পেরে গোপালকে অপমান করে দিল তাড়িয়ে।

একমাত্র মিঃ ব্যানার্জ্জীর অতি পুরাতন দেওয়ান ভবতারণ নন্দলাল এবং শেফালীর হৃদয়-সংস্পর্শতার বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। সুতরাং রেসে

বড়লোক হওয়ার আশায় হতাশ হয়ে নন্দলাল যখন শেফালীর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টায় মিঃ ব্যানার্জ্জীদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল তখন শুধু একমাত্র ভবতারণের চেষ্টায় শেফালী ও নন্দলালের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ হল বটে কিন্তু তাদের আসল কথার অবতারণা হওয়ার পূর্ব্বে শেফালীর মামা এবং মা সেই ঘরে এসে পড়াতে একটি বৃহৎ রেডিওসেটের অন্তরালে লুকিয়ে গান গেয়ে তাঁদের সামনে সে ধরা পড়ল না বটে কিন্তু তাদের বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ সেইখানেই অসমাপ্ত রয়ে গেল।

রেসে যুথিকা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ভুপেন নন্দলালের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। যুথিকার অর্থের ছিলনা অভাব অথচ সে ছিল একা তার ওপর রূপসী বলে তার খ্যাতি ছিল সুতরাং তার আশে-পাশে নানা চরিত্রের বহুজনের নিত্য ছিল আনাগোনা। এই যুথিকা একদিন বিবাহ-অভিলাষে পাত্রের সন্ধানে 'অতসী' পত্রিকায় দিল বিজ্ঞাপন।

ভূপেনের পরামর্শে নন্দলাল যুথিকার পাণিপ্রার্থী হয়ে করল আবেদন। কিন্তু 'অতসীর' সম্পাদক অন্য কোন প্রার্থীর আবেদন যুথিকার কাছে পৌছে দেওয়ার ছিল বিপক্ষে কারণ তিনি নিজেই যুথিকার স্বামীত্বের পদে বাহাল হওয়ার ছিলেন চেষ্টায়।

এই নিয়ে নন্দলাল এবং "অতসী"-সম্পাদকের মধ্যে বাধল বচসা, তারপর লাগল হাতাহাতি, 'অতসী'-সম্পাদক নন্দলালের আক্রমণে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, নন্দলাল মেসে ফিরে এসে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে 'অতসী'-সম্পাদকের জ্ঞান আর ফিরে আসেনি—খুনের দায়ে তাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলানো হয়েছে—এমন সময় তার ঘুম গেল ভেঙে, ভূপেন এসেছে এক উকীলকে সঙ্গে নিয়ে, ব্যাপার, সে (নন্দলাল) নাকি তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার মৃত্যুতে তাঁর প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে।

এদিকে ভাগ্যের চক্রান্তে মিঃ ব্যানার্জ্জীর বড়লোকীয়ানা বাইরে বজায় রাখাও প্রায় দায় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে এক বাঙাল জমিদার তাঁর ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে এল শেফালীকে—কিন্তু শেফালীর সাহেবিয়ানা তাঁর সহ্য হ'ল না। তারপর হঠাৎ আবির্ভাব হ'ল এক কুমার ইন্দ্রকুমারের—তিনি অবিবাহিত এবং বিশেষ অর্থবান—এরপরে সরস ঘটনা ও দৃশ্যবর্ণনায় কি ভাবে নন্দলাল ওরফে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে শেফালীর মিলন সংঘটিত হ'ল তা' ছায়াচিত্রে দেখবার সময় হাসির দুরন্ত উচ্ছ্বাসে আপনাদের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসবে !

চিত্র-পরিবেশক—

এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটর্স

ভারত-ভবন - - কলিকাতা।

সঙ্গীতাংশ

শেফালী

কুসুম কাঁদে হায়
ভরসা নাহি পায়
ফুল মালা শুকায়
ফুল না বারিতে।
মনের খোলা ঘর
সহেনা অতি ভর,
নিখিল চরাচর,
আঁধারে ত্বরিতে।

—সজনীকান্ত দাস

ভুপেন

হও করমেতে বীর
রও গুঁতো খেয়ে স্থির
বাঙ্গালী বীর তবু গাও।
খেতে পাও নাহি পাও
তাতে মন নাহি দাও
গৃহবাস ছেড়ে দাও
তবু গাও!

—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শেফালী

জ্বলে আলেয়ার আলো ধরিয়া না যায় ধরা,
সময় নাই যে নাই ঘুমে জাগরণে ত্বরা,
স্বপন ভাঙ্গিয়া যায়
মন করে হায় হায়
নিশিথ অন্ধকার স্তিমিত তারায় ভরা,
দেবতা তোমার লাগি
কুসুম রয়েছে জাগি
ফিরাবে না মুখ জানি, তৃষিত ধুলার ধরা।

—সজনীকান্ত দাস

শান্তা

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু সকলি আমার দোষ,
না জানিয়া যদি করেছ পিরীতি কাহারে করিব রোষ।
সুধার সাগর সমুখে দেখিয়া, আইনু আপন সুখে,
কে জানে খাইলে গরল হইবে পাইবে এতেক দুখে,
যাহার লাগিয়া যেজন মরয়ে সেই যদি বারে আনে,
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি করয়ে সুজন সনে।

—সজনীকান্ত দাস

শান্তা

মৌমাছি তার ডাক ভুলেছে মৌচাকে কে বাঁধবে ঘর,
পথ ভুলেছে রাজার ছেলে
রূপ কথার এ তেপান্তর,
ঘুমায় সুখে রাজার মেয়ে
রূপার কাঠির পরশ পেয়ে।
রাজার ছেলের সোনার কাঠি
পরশ তাহার স্বতন্তর।

—সজনীকান্ত দাস

নন্দলাল

তুমি আছ কিনা নাহি জানি
রহি সংশয় মাঝে একা,
কাঁদে আঁধারে আলোর প্রাণী
দাও দাও দাও দেখা।
দেবী তিমির মহিষাসুরে
তব অঙ্গে হনন কর।
গলে মুণ্ড-মালিকা পরি
মাগো সাজ প্রলয়ঙ্কর।
মহাপাপের রুধির ধারে
সব অপহত হোক তম
হেথা নিবিড় অন্ধকারে
জ্বালো জ্বালো শশাঙ্ক লেখা।

—সজনীকান্ত দাস

শেফালী

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমার পথের সন্ধান কে কবে ?
ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই,
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়,
কেবল ফুলের সৌরভে !

—রবীন্দ্রনাথ

নন্দলাল

বি, এ আমি নাহি দেব
বিয়ে এবার করবো প্রিয়ে
তোমায় পেয়ে ডিগ্রি নেব
পড়ে যারা ছাই কলেজে,
বাঁধে মিছেই ডিগ্রি ল্যাজে,
তাদের দলে ভিড়বো নাকো,
তুমি প্রিয়ে নাহি ভেবো।
বি, এ আমি নাহি দেবো।

—সজনীকান্ত দাস

গোপাল

ফোটে যদি পথের কাঁটা তোমার পায়ে,
তুমি সখি, বসবে এসে বনের ছায়ে।
বেণীখানি দুলবে তোমার পিঠের পরে,
ধরবে আমার বাহুখানি শিথিল করে,
আঁচল তোমার উড়বে মৃদু দখিন বায়ে,
ফোটে যদি পথের কাঁটা তোমার পায়ে।

—সজনীকান্ত দাস

তৈল বিক্রেতা

চাই তেল, তেল চাই, চাই তেল।
তেল তিসি মসনে রেড়ি সরষে নারিকেল,
এ বাজারে সার তেল, সকলি তেলের খেল,
এ কথা ভুলেছ যদি সংসার হবে হেল।
যাত্রা যদি হয় ঠিক বশ হয় কাবুলে শিখ,
বাবু বধে মোসাহেবের এই শক্তি শেল,
চাই তেল, তেল চাই, চাই তেল,
(তেল দেব Sir)

—সজনীকান্ত দাস

শেফালী

ওগো আমার হৃদয়বনের নীড় হারানো পাখী
উষ্ণ আমার বক্ষপুটে আয় চলে আয় তোরে রাখি।
উদাস পবনে কাঁপায়ে হায়
বইছে উতল পূবালী বায়
পুলক পাগল কদম শাখায় কাঁপছে থাকি থাকি।

— সজনীকান্ত দাস

ভুপেন

যদি বা যায়রে মিলে
মিলে বাজী ঘোড়ারণে।
বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে
ছেড়েও তোরে শুভক্ষণে॥
ফিরিলে কেল্লা মেরে, গ্রহের ফেরে প্রিয়তমে,
ডাকিব তোমায় আগে অনুরাগে মনে মনে,
যদি বা যায়রে মিলে! মিলে বাজি।

—সজনীকান্ত দাস

গোপাল

মিলবে জানি কূল
ঝাঁপিয়ে পড়ি মরণ-সরোবরে
সেথা ফুটব হয়ে ফুল।
ভ্রমর হয়ে তোমরা এসো সখি
ফুটিও নাকো হুল।
আবার যেন টানতে না হয়
এই জনমের ভুল।

—সজনীকান্ত দাস

গাড়োয়ান

নাম ধরাইয়া মোর সোনা বন্ধু
কইরো তুমি রাও
তোর লাগিল্, পরাণ কান্দেরে
বিদেশী বন্ধু!
বন্ধুরে, আশা দিয়া গাছেরে তুলে
রঙ্গ দেখে দূরে বইসেরে,
আমারে কান্দালে বন্ধু
তোমার কান্দন পাছেরে
বিদেশী বন্ধু॥
বন্ধুরে পশ্চিমেতে-
আহলরে এইরা
দূরের পুবাল বাও
নাম ধাইয়া মোর সোনা বন্ধু
বাইরো তুমি রাও
বিদেশী বন্ধুরে!!

—গ্রাম্য কবি

গোপাল

শেফালি, আছি বিছায়ে মন
শিশির ভেজা প্রাণ।
কখন দিবে গো ধরা,
গাহিব সুখে গান।

ভূপেন

টানাটানি সেই তো রে আনন্দ
ফেলেছি যে থ্যাপলা জাল
টানতে গিয়ে না হই ঘাল
ক্ষেপে শেষে যাসনে রে তুই নন্দ।
নন্দরে একবার কোলে আয় বাপ।

—সজনীকান্ত দাস

শেফালী

আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে
দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
কখন বেলা শেষের ছায়ায়
পাখীরা যায় আপন কুটীর মাঝে
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যখন বাজে
তখন আপন শেষ শিখাটী
জ্বালবে এজীবন
ব্যথার পূজা হবে সমাপন।

—রবীন্দ্রনাথ

যূথিকা

বনের হরিণ আপনি এসে দেয় যে ধরা,
শিকারী সামলে চল শিকারী সামলে চলো।
পথ যায়না দেখা কালো কাজল রাতি,
নীড়ে দিনের পাখী খোঁজে রাতের সাথী,
দূরে জাগায় স্বপন কার বাজে কাঁকন,
ঝরে ঝরণা কল কল কলস্বরা।

—সজনীকান্ত দাস

মনের গোপন লোকে কে এল, গেল চলে,
আঁধার ধরাতল ভরিল কোলাহলে,
চমকি দেখি জেগে
আঁচল ছোঁয়া লেগে
রঙ্গের মালাখানি কণ্ঠে মম দোলে।

—সজনীকান্ত দাস

সুকুমার

এস দরদিয়া, আও নিঠুর হিয়া,
তুমি আও একেলা মেরা হৃদয় গলিতে।

—সজনীকান্ত দাস

মেট্রোপলিটন পিকচার্সের প্রচার-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বি, নান. (পাবলিসিটি এজেণ্ট)
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

METROPOLITAN
PICTURES